২

শাখের করাত

(অবিশ্বাস্য হলে ও সত্য)

সৈয়দ হাবিবুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

খায়রুল সাহেব চলে যাওয়ার পর বেশীক্ষণ ওয়াজ শোনার লোভ সামলাতে পারি নাই। শোনা আমার পেশা, পড়া আমার নেশা। বাংলাদেশে থাকতে শোনার চেয়ে শোনানো ই ভাল লাগতো বেশী। ইংল্যান্ড এসে হয়েছে তার উল্টোটা। সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ Unique এই মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেছি, তাই আমাকে শোন্‌তে হয় শালীন, অশালীন ভদ্র-অভদ্র সুন্দর-অসুন্দর, শুদ্ধ-অশুদ্ধ, চলতি-সাধু শহুরে-আঞ্চলিক ভাষায় সব মানুষের কথা। শোন্‌তে আমার ভাল লাগে। খায়রুল সাহেবের ক্যাসেট গুলো বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। গ্লসি পেপারে, কালারফুল মক্কা মদিনার ছবি। বক্তাদের নামের সাথে একাধিক সুপারলেটিভ ডিগ্রী লাগানো। উপরে বড় বড় ছাপার অক্ষরে ওয়াজের বিষয়বস্তু লেখা। *নবীজীর বাল্যকাল, আদম হাওয়ার সৃষ্টি-তত্ত্ব, আজরাইলের রুহ্ কবজ, হাশরের মাঠ ইত্যাদি।* প্রথম থেকে ই শুরু করা যাক। আদম হাওয়ার সৃষ্টি-তত্ত্ব-

হামদ্-নাত, জিকির-আজকারে বেশ কিছু সময় ব্যয় করে হুজুর বল্লেন-

"এক পর্যায়ে এসে আল্লাহ্ পাকের, নুরে মুহাম্মদী সৃষ্টি করার ইচ্ছা হলো। এই নুরে মুহাম্মদী সৃষ্টির আগে আল্লাহ্‌র আরশ, কুরসী, বেহেস্ত-দোজখ, আকাশ-পাতাল, ফেরেস্তা-হুর গেলমান, চন্দ্র-সূর্য্য, রাত-দিন, গ্রহ-নক্ষত্র, কোন প্রকারের জলীয়- বায়বীয় পদার্থের অস্তিত্ব ছিলনা। নুরে মুহাম্মদী সৃষ্টি করে আল্লাহ্ তাঁর কুদরতি হাতের তালুতে রেখে এক নাগাড়ে ৪০ বৎসর মুহাম্মদ নামের মালা জপ করলেন। শুরু হলো আশিক আর মাশুকের খেলা। ৪০ বৎসরে মুহাম্মদ একবার ও আল্লাহ্‌র ডাকে সাড়া দেন নাই। ৪০ বৎসর পর আল্লাহ্ অন্তরে কিছুটা বিরহের ব্যথা অনুভব করলেন আর তখনি তাঁর কুদরতি চোখ থেকে এক ফুটো জল হাতের তালুতে পড়ে যায়। সাথে সাথে নুরে মুহাম্মদীতে শুরু হয়ে যায় আল্লাহ নামের জিকির। সে জিকির চলতে থাকে বহুকাল। আল্লাহ খুশি হলেন। সৃষ্টি করলেন ফেরেস্তা, সাত আসমান আর সাত জমিন, তৈরী হলো বাগান সাজানো বেহেস্ত। মক্কার কা-বা ঘর সৃষ্টির ৪০ হাজার পর এবারে আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হলো আদম সৃষ্টি করে দুনিয়া আবাদ করাবেন। ফেরেস্তাগণ আল্লাহ পাকের, আদম সৃষ্টির গোপন রহস্য বুঝতে না পেরে এই বলে প্রতিবাদ করলেন যে, হে প্রভু, তোমার নামের জিকির করতে তোমার অগনিত ফেরেস্তারা কি যতেষ্ঠ নয়? আল্লাহ বল্লেন, আমি যাহা জানি তোমরা তাহা জানো না। আদম তৈরীর মাটি সংগ্রহের লক্ষ্যে বেহেস্ত থেকে আজরাইল ফেরেস্তাকে দুনিয়ায় পাঠানো হলো। শক্তিধর আজরাইল এক থাবায় যতটুকু মাটি তাঁর মুষ্ঠিতে তোলে নিলেন, তার ওজন ছিল ৪০ মণ। এই ৪০ মণ মাটি দিয়ে তৈরী হলো আদমের কায়া (দেহ)। ৪০ দিন শোইয়ে রাখা হলো আদমের দেহ আরবের শ্যাম দেশের এক প্রান্তে। তারপর এক দিন ডাক পড়লো জিবরাইল ফেরেস্তার। আল্লাহ বল্লেন, হে জিবরাইল, পৃথিবীতে যাও, আমার আদম কে বেহেস্তে নিয়ে আসো। এবার

আদমের দেহে প্রান সঞ্চারণ করা হবে। জিবরাইল ফেরেস্তার হাতে আদমের রুহ্ দিয়ে আল্লাহ বল্লেন, আদমের মাথার তালু দিয়ে এই রুহ্ ঢুকিয়ে দাও। কিন্তু রুহ্ আদমের দেহে থাকতে চায় না। একবার, দুইবার তিনবার চেষ্টা করে জিবরাইল ব্যর্থ হলেন। আল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, হে রুহ, তুমি আমার আদেশ অমান্য করছো কেন? রুহ্ জবাব দিলো, হে মালিক, আদমের মাটির অন্ধকার খাঁচায় আমার ভাল লাগেনা। আল্লাহ জিবরাইলকে বল্লেন, জিবরাইল, বেহেস্তের দিকে তাকাও। একটি উজ্জল তারকা (নূরে মুহাম্মদ) দেখতে পাচ্ছো? ঐ তারকা আদমের কপালে ঘষে দাও। জিবরাইল তা-ই করলেন। আবার রুহ্ ঢুকানো হলো। এবারে আদমের দেহ থেকে রুহ্ বেরিয়ে এলোনা। একটা ঝাকুনি দিয়ে আদম জেগে উঠে বসে পড়লেন, আর সাথে সাথে একটা হাঁচি দিলেন। সেই হাঁচির সাথে আদমের নাক থেকে এক প্রকার তরল পদার্থ বেরিয়ে এলো। আল্লাহ্ জিবরাইলকে আদেশ দিলেন, জিবরাইল, আদমের নাক থেকে নিঃসৃত তরল পদার্থ একটি জান্নাতি পেয়ালায় সযতনে ভরে রাখো, আমি তা দিয়ে ঈসা নবীর মা, মরিয়মের স্বামী বানাবো।"

এ পর্যায়ে এসে খেয়াল হলো আমার ঘরের দিকে। টেইপে Pause দিলাম। বিষয়টা কি? ঘরের বিড়াল টা ও কি শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করে কোথাও লুকালো? এমন স্তব্ধ-নীরবতা এর আগে কোনদিন এ ঘরে দেখিনি, অন্তত রোববার দিনের বেলা, তা তো কল্পনা ই করা ভুল। সকাল থেকে কেউ Tom and Jerry দেখতে দেখতে হেসে হেসে খুন, কেউ হসপিট্যাল বসায়ে প্লাষ্টিক পুতুলের রোগ নিরুপণ করেন, কেউ আবার দোকান বসিয়ে কাষ্টমার হাকাবেন। ওদিকে কিচিনে রান্নার শব্দের তালে তালে মৃদু ভলিউমে চলবে সেলিম চৌধুরীর গান। কিচিনের ফ্যান চালিয়ে দিলে কি হবে, দরজা জানালা বন্ধ করে ও বাঙ্গালী তরকারীর সুগন্ধ দিব্যি আমার কমপিউটার পর্যন্ত গড়াবে। সাত সদস্যের সংসার, রোববার দিনে সিলেটের বন্দর বাজারের রূপ ধারণ করে। মনে পড়ে এমনি এক রোববারে কিচিন থেকে এক কাপ চা নিয়ে এসেছিলেন আমার স্ত্রী। মলিন চেহারায় শাসনের সুরে বল্লেন--

- একি অবস্থা? আপনার চোখের সামনে ই মার্কেট বসিয়ে দেয়া হয়েছে, আপনি কিছু বলেন না? ঘরের সব গুলো Toys কার্পেটে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে।
- কি করবো, নিজের দায়ভার টা অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার মত অন্যায় তো করতে পারিনা।
- মানে?
- বাজারটা বসায়েছে এরা, না তুমি আর আমি?

সুখে, লজ্জায় বউ ঘাড় কাত করে বাঁকা ঠোটে দুষ্ট হাসি চেপে আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চলে যায়। আমি মনে মনে বলি, হে নারী, তুমি শুধু এ ছোট্ট সংসার টি ই গড়ে তোলনি, এ জগতটা ই তোমার আবাদ ভুমি। পুরুষ তো চাষাবাদ জানতো ই না। সেবা-যত্নবিদ্যা তোমার ই আবিষ্কার। ফুটো ফুটো রক্তদিয়ে তিলে তিলে একটা মানুষ গড়ে, মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে যখন পৃথিবীতে নিয়ে আসলে, তখন সে মানুষটি, সে পুরুষটি ছিল বড় অসহায়। আদরে সোহাগে টেনে নিলে তোমার বুকে, কোমল হাতে, সযতনে মুখে তোলে দিলে বেঁচে থাকার প্রথম অমৃত সুধা, আর সেখানে ই পেল মানব জাতি এ সুন্দর পৃথিবীতে বেঁচে থাকার স্বাধ। আর সেই মানব, সেই পুরুষ তোমাকে বশে রাখতে রচনা করলো মকসুদুল মুমেনীন বা বেহেস্তের কুঞ্জি আর মনুসংহিতা।

চলবে---